পাল্টে যাবে চট্টগ্রাম

কর্ণফুলীর তলদেশে হবে টানেল

● এসএম আজাদ

বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশ চীনের বাণিজ্যিক রাজধানী সাংহাইয়ের প্রতিচ্ছবি হতে যাচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। নদীর তলদেশে একটি টানেলে এক করা হবে দুই তীরের দুই অংশকে। পুরনো শহরের পাশাপাশি গড়ে উঠবে নতুন আরেক শহর। চীনের ওয়াংফু নদীর দুই তীরের দুই শহর পুডং ও পুশি এভাবেই গড়ে উঠেছে।

টানেল নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে স্বাক্ষর হয়েছে সমঝোতা স্মারক। চীন দেবে এক বিলিয়ন ডলারের সহযোগিতা। মোট নয় হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে এ টানেল নির্মাণে। টানেল তৈরির স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চীনকে দিতে হবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার জমি। কতটুকু জমি, সেই জমি কোথায় হবে তা আপাতত নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ধারণা করা যায়, কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীরে কাঙ্ক্ষিত ৬৬১ একর জমি পেতে চাইছে তারা। একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার বিষয়ে সমঝোতা স্মারকও পেয়েছে চীন। বিনিময় মূল্য কম না বেশি সেই বিতর্কের চেয়ে আপাতত স্বপ্নের টানেল বাস্তবায়নকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। কর্ণফুলী নদীর এপারে দেশের বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রাম। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে দেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। উন্নত ও সহজ যোগাযোগের কারণে কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীরে প্রত্যাশিত শিল্পায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কারণ পণ্য উৎপাদন করে কম পরিবহন খরচে যেমন বন্দর দিয়ে বিদেশে রফতানি করা যাবে, তেমনই আমদানিকৃত কাঁচামালও কম খরচে অল্প সময়ে শিল্প এলাকায় পৌছানো সহজ হবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের জেটিসহ প্রায় সব অবকাঠামোই বর্তমানে কর্ণফুলীর উত্তর তীরে। ঘিঞ্জি শহরের কারণে এখানে বন্দর সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো বাড়ানোর আর কোনো সুযোগ নেই। যে কারণে বন্দর সম্প্রসারণে দক্ষিণ তীরকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে আলাদাভাবে। কর্ণফুলী মোহনার কাছেই বন্দর সংলগ্ন এই এলাকার জমি অর্থনৈতিক বিবেচনায় সোনার চেয়েও দামি বলে বিবেচিত । ১৯৯৬ সালে এখানকার প্রায় আড়াই হাজার একর জমি পানির চেয়েও কম দামে মাত্র ৬৪ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেয়া হয় সিউলভিত্তিক ইয়ংওয়ান ইপিজেড করপোরেশন (বিডি) লিমিটেডকে। সামগ্রিক বিবেচনায় সেই জমির দাম এখন ৬৪ হাজার কোটি টাকা হবে বলে অনেকের ধারণা। তারা সেখানে রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল। বরাদ্দের ১৮ বছর পরও এখনও সেখানে গড়ে ওঠেনি উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান।

২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের ব্যাপারে প্রথম প্রতিশ্রুতি দেন। মহাজোট সরকারের প্রথম মেয়াদ থেকে এই টানেল নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। গত নির্বাচনী ইশতেহারে তারা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে জনগণের সামনে তুলে ধরে। আগামীতে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য পদ্মা সেতু, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জন্য কর্ণফুলী টানেলকে বিশেষ উপহার হিসেবে তুলে ধরতে চায় সরকার।

উন্নত বিশ্বে নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের কনসেপ্ট বেশ আগের হলেও কর্ণফুলী টানেলটি হবে বাংলাদেশে প্রথম টানেল। এজন্য ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের (ফিজিবিলিটি স্টাডিজ) কাজ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নদীর এপারের সঙ্গে ওপারের সংযোগ স্থাপনই টানেল নির্মাণের মূল লক্ষ্য নয়। এর মাধ্যমে চট্টগ্রামকে চীনের বাণিজ্যিক নগরী সাংহাইয়ের আদলে তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। কর্ণফুলী তীরবর্তী চট্টগ্রামে নদীর এপারে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু ওপারে কিছুই নেই। টানেল নির্মাণ হলে নদীর এক পারে পুরনো শহরের সঙ্গে ওপারে নতুন একটি শহর হবে। তৈরি হবে নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র। সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে তিনটি স্পট চিহ্নিত করা হলেও শেষ পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে নদীর ওপারের কাফকো সার কারখানা পর্যন্ত টানেল নির্মাণের প্রাথমিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, চীনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি) হংকংয়ের অরূপ কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে যৌথভাবে টানেলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে নদীর তলদেশে তিন কিলোমিটারের টানেল নির্মাণের বিশাল এ প্রকল্প বাস্তবায়নে তখন সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। নির্মাণে সময় নির্ধারণ করা হয় পাঁচ থেকে ছয় বছর। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে যে তিনটি স্থান নির্বাচন করেছিল সেগুলো হচ্ছে– কর্ণফুলী নদীর মোহনা, সিমেন্ট ক্রসিংয়ের নেভাল ঘাঁটি সংলগ্ন এলাকা ও পোর্ট কানেকটিং রোড। পরবর্তী সময়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায় এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে কর্ণফুলীর মোহনায় পতেঙ্গা মেরিন একাডেমির কাছ থেকে ওপারে সিইউএফএল সার কারখানার সন্নিকট পর্যন্ত টানেল নির্মাণের স্থান চূড়ান্ত করা হয়। নদীর দক্ষিণ পাড়ে যেখানে গিয়ে টানেল যুক্ত হবে সেখান থেকে একটি সড়ক চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, কর্ণফুলীর মোহনায় পতেঙ্গা মেরিন একাডেমির পাশ দিয়ে টানেল হলে, এখানে মূল টানেল হবে ৩ হাজার ১৪০ মিটার। পশ্চিম পাশে ৭৫০ মিটার এবং পূর্ব পাশে ৫ হাজার ১০০ মিটার দীর্ঘ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে। এর সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৯ দশমিক ২৬৮৭ কোটি ডলার। সংশ্লিষ্টরা জানান, অ্যালাইনমেন্ট 'সি' অর্থাৎ তিন নম্বর অপশনে এটি নির্মিত হলে তা নদীর উত্তর পাশে সি বিচ নেভাল গেট পয়েন্ট থেকে নদীর ১৫০ ফুট নিচ দিয়ে অপর পাশে গিয়ে উঠবে। দক্ষিণ পাড় থেকে সংযোগ সড়ক দিয়ে বাঁশখালী সড়কে গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সঙ্গে সংযোগ করা হলে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব অনেক কমে যাবে। এই টানেল নির্মিত হলে প্রথমেই চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। এছাড়া টানেলটি নির্মিত হলে তা মহেশখালীর সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য অনেক বেশি কার্যকর হবে। ■